উৎসবে ঃ
বিপদে ঃ
সম্পদে ঃ
প্রয়োজন টাকার ঃ—আপনাকে টাকা উপার্জ্জন করতে সঞ্চয় করতে ও বর্দ্ধিত করতে সাহায্য করবে
দি
ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ
স্থাপিত ১৯২৮
হেড অফিস ঃ—৩নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা
বিশেষ সর্ত্তাদির জন্য স্থানীয় ব্যাঙ্কে অনুসন্ধান করুন
জঙ্গীপুর শাখার
ম্যানেজিং এজেণ্ট ঃ— পি, চ্যাটার্জ্জি, বি-এল।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর ঃ— পি, কে, গুহ।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা হাতে ১৷৷০ টাকা। নগদ মূল্য ৵০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵১০ আনা. বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

৩২শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ—১৬ই শ্রাবণ বুধবার ১৩৫২ ইংরাজী 1st August, 1945 { ১২শ সংখ্যা

এই জনগণ জাগরণকালে স্ত্রী-পুরুষের মহাবন্ধু
হিলিংবাম
সেবনে মেহরোগ চির আরোগ্য ও নবযৌবন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে
১ মাত্রায় পরিচয় পাইবেন, সপ্তাহে আরোগ্য হইবেন।

৫৪ বৎসর ধরিয়া রোগী ও চিকিৎসক উভয় দলের নিত্য ব্যবহার্য্য। আই-এম-এস, এম-ডি-এফ-আর-সি-এস, এম-আর-সি-পি, এম-আর-সি-এস, এল-আর-সি-পি, এল-আর-সি-এস প্রভৃতি উপাধিধারী ডাক্তারগণ কর্ত্তৃক অতি উচ্চ প্রশংসিত ও পৃষ্ঠপোষিত। প্রশংসাকারী দুই একজন ডাক্তারের নাম দেখুন :—

কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত আই-এম-এস, এম-ডি, এফ আর-সি-এস ইত্যাদি; সেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, আই-এম-এস, এম-আর-সি-পি, এম-আর-সি-এস, সার্জ্জন মেজর বি, কে, বসু, আই-এম-এস, এম-ডি-সি এম, ইত্যাদি।

মূল্য বড় শিশি ৩৲, মাঝারি ২৷৷০, ছোট ১৸০ ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র। বিশেষ বিবরণ সম্বলিত তালিকা-পুস্তক লিখিলে বিনামূল্যে পাঠাই।

"হিলিংবাম" ব্যবহারে আরোগ্য লাভের পর শরীরে বলাধান ও পুনরায় আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য

স্বর্ণঘটিত সালসা স্যাণ্ডো ব্যবহার করা একান্ত কর্ত্তব্য

"স্যাণ্ডো" স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।
মূল্য প্রতি শিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲ ; ৩টী একত্রে ৫৷৷০
ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন এণ্ড কোং—ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।
১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। টেলিগ্রাম—"হিলিং" কলিকাতা

জীবনযাত্রার পাথেয়

আমাদের গৃহ-সংসার কত আশা উৎসাহ, কত শান্তির ও সুখের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। বাপ মায়ের সে স্বপ্ন বুঝি আজ রূঢ়-বাস্তবের আঘাতে ভেঙ্গে যায়। তাই নিজের জন্যও যেমন তাদের দুশ্চিন্তা, ছেলেমেয়ে ও আত্মীয় পরিজনের জন্যও তেমনি তাদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা—কি উপায়ে তাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী সংস্থান করে রাখা যায়। বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে ও ভবিষ্যতের আর্থিক সঙ্কটে তারা কোন পাথেয় নিয়ে দাঁড়াবে?—

জীবনযাত্রার অনিশ্চিতপথে জীবনবীমা মানুষের প্রধান পাথেয়।

হিন্দুস্থানের বীমাপত্র সেই মূল্যবান পাথেয়—দুর্দ্দিনের সর্ব্বোত্তম আশ্রয়। উপার্জ্জনশীল ব্যক্তিমাত্রেরই অবিলম্বে এই পাথেয় সংগ্রহ করা উচিত।

১৯৪৪ সালে নূতন বীমা ১০ কোটী টাকার উপর

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড
হেড অফিস হিন্দুস্থান বিল্ডিংস ঃ কলিকাতা

শালকাঠ বিক্রয়

নৌকা, তীর, বল্লম ইত্যাদি কার্য্যের উপযোগী পূর্ণিয়া অঞ্চল হইতে ধুলিয়ানে আনীত বহু শালকাঠ বিক্রয়ার্থ মজুত আছে। উহা খুচরা বিক্রয়ও হইবে। বিবরণ জন্য ম্যানেজার, চৌধুরী সাহেবের কাছারী, ধুলিয়ান ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৬ই শ্রাবণ বুধবার সন ১৩৫২ সাল

রাজা রাও ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের সম্বর্দ্ধনা

লালগোলার রাজা রাও ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের রাজোপাধি প্রাপ্তি ও এষ্টেটের কার্য্যভার গ্রহণ উপলক্ষে লালগোলার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও প্রজাগণ তাঁহাকে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত করেন। মহেশনারায়ণ একাডেমীর শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ জেলা জজ মিঃ আর, এস, ত্রিবেদী, আই-সি-এস মহোদয়ের সভাপতিত্বে এক সম্বর্দ্ধনা সভায় রাজা বাহাদুরের গুণকীর্ত্তন করিয়া অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন। লালবাগের সবডিভিসনাল অফিসার মহোদয়ের সভাপতিত্বে রহমতুল্লা হাই মাদ্রাসার শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ রাজা বাহাদুরকে সম্বর্দ্ধিত করিয়া মানপত্র প্রদান করেন। প্রজাগণ ও লালগোলার জনসাধারণ মুর্শিদাবাদের প্রিন্স কাজেম আলি মির্জ্জা সাহেবের সভাপতিত্বে এক বিরাট অভ্যর্থনা সভায় রাজা বাহাদুরকে অভিনন্দিত করেন। সভায় প্রায় দশ সহস্র লোকের সমাবেশ হইয়াছিল।

মাগ্‌গি ভাতা মঞ্জুর

গত বছরের মত এবছরও বাঙলা গভর্ণমেণ্ট বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুলের (তার মধ্যে মাদ্রাসা ও টোলও আছে) শিক্ষক ও কর্ম্মচারীদের এবং বেসরকারী প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের মাগ্‌গি ভাতা বাবত ৫৭,০০,০০০৲ টাকা মঞ্জুর করেছেন।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর প্রথম মুন্সেফী আদালত
নিলামের দিন ১৩ই আগষ্ট ১৯৪৫

১৯৪৩ সালের ডিক্রীজারী

১১১৫ থাং ডিঃ ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী দিং দেং ভগবতী দাস্যা দাবি ৪১।/৬ থানা সুতী মৌজে জগতাই ৫১ শতকের কাত ৫৸৫ আঃ ১৫৲ খং ৩১৮, ৩৩২

১৯৪৫ সালের ডিক্রীজারী

৫৬৭ থাং ডিঃ ষষ্ঠীচরণ সাহা দিং দেং চারু মণ্ডল দিং দাবি ১১।৬ থানা সুতী মৌজে গোপালনগর ২৫ শতকের কাত ১৲ আঃ ৫৲ খং ১৩২

৫৮৬ থাং ডিঃ হীরেন্দ্রনাথ রায় দিং দেং বরদাসুন্দরী দাসী দাবি ২৬৸/৬ থানা সুতী মৌজে ডাহিনা ৪৫ শতকের কাত ৩৸৶৮ আঃ ১০৲ খং ২৫৯

৫৮৭ থাং ডিঃ ঐ দেং মনোরমা দেবী দাবি ৭৸/০ থানা ঐ মৌজে হিলোড়া ২১ শতক লাখেরাজ জমির সেস /৬ আঃ ৫৲ খং ১৬৬৬

৫৮৮ থাং ডিঃ ঐ দেং মজিদ সেখ দিং নাবালক পক্ষে কোর্ট গার্জ্জেন বাবু রমাপদ আচার্য্য, উকিল দাবি ৪৮।/০ থানা ঐ মৌজে কুসুমগাছি ১-৪৫ শতকের কাত ৬।/৬ আঃ ২০৲ খং ২৫১

৫৮৯ থাং ডিঃ ঐ দেং মোফেজান বিবি দাবি ১২॥৶৩ থানা ঐ মৌজে হিলোড়া ৬৪ শতকের কাত ১।৵২ আঃ ৫৲ খং ৬৯৫

৫৯০ থাং ডিঃ ঐ দেং বজলে করিম ফজলে মাওলা ওরফে আচ্ছা সাহেব দাবি ৪৩।৵৬ মৌজাদি ঐ ১০-৩৬ শতক লাখেরাজ জমির সেস ৩৶৩ আঃ ৫০৲ খং ১৬৫৯

৫১৯ থাং ডিঃ রায় জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বাহাদুর দিং দেং ব্রজেন্দ্রকুমার চৌধুরী দিং দাবি ৬৩২৸০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে গিরিয়া নদীগর্ভে ২৭/০ বিঘা প্রমাণ না দেওয়ায় ৪৭-৮৯ শতকের কাত ৮৯॥/৯ স্থলে ৭৫৶০ আঃ ১০০৲ খং ৯৩৭ অধিনস্থ খং ৯৩৭ (ক) হইতে ১১১১

২৮৭ থাং ডিঃ দ্বিজপদ চট্টোপাধ্যায় দেং রেজাফুন বিবি দাবি ১৭॥/৯ থানা মৌজ জমি জমা আঃ খং ইস্তাহারে লিখিত

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত
নিলামের দিন ২০শে আগষ্ট ১৯৪৫

১৯৪৫ সালের ডিক্রীজারী

২৯৭ থাং ডিঃ কালু মণ্ডল দিং দেং গোপীবল্লভ রায় দাবি ৮৸৩ থানা সাগরদীঘি মৌজে নাচনা ৩ শতকের কাত ।৵০ আঃ ২৲ খং ২২৫

২৯৮ থাং ডিঃ নাদির মণ্ডল দিং দেং গোপাল মাল দিং দাবি ১১॥৶০ থানা সাগরদীঘি মৌজে ভূমিহর ৫০ শতকের কাত ॥৶৬ আঃ ৫৲ খং ৪০০

৪১০ থাং ডিঃ ওয়াকফ ষ্টেটের জয়েণ্ট মাতোয়ালি মৌঃ হুমায়ুন রেজা চৌধুরী দিং দেং মামরক সেখ দিং দাবি ৫৭।/৬ থানা সাগরদীঘি মৌজে কাঁকুড়িয়া ১৸৪৲৭ জমির কাত ৭৵০ আঃ ৫০৲

৪১১ থাং ডিঃ সেবাইত শঙ্করপদ মুখোপাধ্যায় দিং দেং মন্মথ চক্রবর্ত্তী দিং দাবি ১২১/০ থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে জাফরাবাদ ৭-৯১ শতকের কাত ১৭।৶১৯ আঃ ১১৩৲ খং ৫১০ রায়ত স্থিতিবান

৩৫৮ থাং ডিঃ নির্ম্মলকুমার সিংহ নওলাক্ষা দেং জুমেলা খাতুন বিবি দাবি ২০।৶৯ থানা মৌজা জমি জমা ইস্তাহার লিখিত আঃ ২৫৲

১২ অন্য ডিঃ দুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায় দেং অতুলচন্দ্র সরকার দিং দাবি ১০৭।০ থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে বিজয়পুর ৬২৯ শতকের কাত ১৪।৭ আঃ ২০৲ খং ৫৪১ অধিনস্থ খং ৫৪২

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত
নিলামের দিন ২৮শে আগষ্ট ১৯৪৫

১৯৪৫ সালের ডিক্রীজারী

২১ মনি ডিঃ হিমাংশুভূষণ তালুকদার দিং দেং জাফর মহাম্মদ মণ্ডল দাবি ১২০৶০ থানা সাগরদীঘি মৌজে বয়ার ১-৯০ শতকের কাত ৯।/৯ আঃ ৪০৲ খং ২৭৮ রায়ত স্থিতিবান ২নং লাট মৌজাদি ঐ ৯ শতকের কাত ॥৶০ আঃ ২৫৲ খং ২৭৯ ঐ স্বত্ব ৩নং লাট মৌজাদি ঐ ৮৬ শতকের কাত ১৲ আঃ ১০৲ খং ২৭ ঐ স্বত্ব

বাঙলার গভর্ণর মহামান্য মিঃ আর, জি, কেসীর বেতার-বক্তৃতা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

উপরোক্ত আদর্শে স্বল্প-মেয়াদী ব্যবস্থায় কতকগুলি বিশেষ বস্তির উন্নয়ন পরিকল্পনা ইতিমধ্যেই কতক দূর অগ্রসর হইয়াছে। 'বঙ্গীয় বস্তি-উন্নয়ন বিল' রচনা এই ব্যবস্থারই একান্ত-প্রয়োজনীয় প্রথম পর্ব্ব। বস্তি-সমস্যার যেরূপ ত্বরিত সমাধান আমাদের কাম্য ছিল, আমাদের আয়ত্তের বহির্ভূত কতকগুলি কারণে সেরূপ দ্রুত আমরা তাহা সম্পন্ন করিতে পারিতেছি না। কিন্তু আমি আশা করি, অনতিবিলম্বেই উন্নতি পরিলক্ষিত হইবে।

কলিকাতার আরও দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েরও এখানে উল্লেখ করিতে হয়। স্যার নাজিমুদ্দীনের মন্ত্রিসভা এই উভয় ব্যাপারেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথমটি হইতেছে—কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের সমস্ত দায়িত্বভার পরিণামে গভর্ণমেণ্টের হস্তে ন্যস্ত করিবার উদ্দেশ্যে উক্ত কর্পোরেশনের সহিত কথাবার্ত্তা চালাইয়া সমগ্র এলাকার জন্য উহাকে একটি সমষ্টিগত লাইসেন্স প্রদান। গভর্ণমেণ্ট ও কর্পোরেশন উভয় পক্ষের সন্তোষজনক একটি চুক্তি সম্পাদনক্রমে প্রতিষ্ঠানটিকে বিভিন্ন অংশে ভাগ না করিয়া যাহাতে কলিকাতার সমগ্র বিদ্যুৎ-সরবরাহ-ব্যবস্থা ভবিষ্যতে একটি নির্দ্দিষ্ট তারিখে ও নির্দ্ধারিত মূল্যে গভর্ণমেণ্টের হাতে অর্পিত হইতে পারে, আমাদের উদ্দেশ্য তাহাই।

গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কলিকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানীর কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ হইতেছে অপর বিষয়। আপনারা হয়ত জানেন—জনসাধারণের হিতার্থে সমগ্র কলিকাতার যাত্রী-চলাচল ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য আইন বলে প্রতিষ্ঠিত একটি আংশিকভাবে স্বাধীন প্রতিষ্ঠান গঠনই আমাদের উদ্দেশ্য।

আরও এমন একটি সমস্যা রহিয়াছে—যাহার প্রতিক্রিয়া অপরাপর সমস্যাগুলির উপর স্বভাবতঃই পতিত হয়। ইহা হইতেছে শাসন-কার্য্যের নৈপুণ্য এবং বাঙলার ন্যায় একটি ঘন-বসতিপূর্ণ প্রদেশের কঠিন এবং ক্রমবর্দ্ধমান জটিল কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য শাসন-ব্যবস্থাকে তদুপযোগী করিয়া গড়িয়া তোলার সমস্যা।

বাঙলায় আগমনের পর সর্ব্বপ্রথম ইহাই আমি লক্ষ্য করি যে, বর্ত্তমান যুগে বাঙলা সরকারের উপর উত্তরোত্তর কাজের যে চাপ পড়িতেছে, প্রচলিত শাসনযন্ত্র সেই ভার বহনের উপযুক্ত নয়।

কিঞ্চিদধিক এক বৎসর পূর্ব্বে আমি স্যার নাজিম উদ্দিনকে লিখিয়াছিলাম, "বাঙলায় নবাগত হইলেও শাসনকার্য্যে আমার অতীত অভিজ্ঞতা হইতে আমি স্পষ্টভাবে বলিতে চাই যে, বাঙলায় এমন একটি শাসন-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে, যাহার একটি অঙ্গের সহিত অপরটির যোগাযোগ নাই। ফলে বিরাট অপচয় এবং অযোগ্যতা দেখা দিয়াছে ;—ইহা আমাকে অত্যন্ত বেদনা দিতেছে। যাহা হউক, ভবিষ্যতের দিকেই আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে হইবে। বাঙলার শাসন-ব্যবস্থাকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার আশু-প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব আমি মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করি।"

স্যার নাজিম উদ্দিনের মন্ত্রিসভাও সাধারণতঃ এই অভিমত পোষণ করিতেন এবং ফলে অধুনা ভারত সরকারের অর্থ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য স্যার আর্চিবোল্ড রোল্যাণ্ডকে চেয়ারম্যান করিয়া একটি শক্তিশালী এবং শাসন-সংক্রান্ত ব্যাপারে অভিজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়। স্যার রোল্যাণ্ড্‌কে ইহার সভাপতি হিসাবে পাওয়া আমাদের সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে। প্রচলিত শাসন-ব্যবস্থা ও উহার গঠন-প্রণালী পরীক্ষা করিয়া দেখার জন্য কমিটিকে ভার দেওয়া হয়। রোল্যাণ্ড্‌ কমিটির রিপোর্ট সম্প্রতি জন-সাধারণ পাঠ করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। আমার বিশ্বাস, ইহার দ্বারা বাঙলা দেশ বিশেষ উপকৃত হইবে।

রোল্যাণ্ড্‌ রিপোর্টের সুপারিশগুলি কার্য্যকরী হইলে বর্ত্তমানে মন্ত্রিগণ উদ্যোগী হইয়া যেভাবে কাজ করেন, তাহা আর পারিবেন না ; অপর পক্ষে সিভিল সার্ভিসের অন্তর্ভুক্ত কর্ম্মচারীদের ক্ষমতা বাড়িয়া যাইবে বলিয়া যে সকল সমালোচনা হইয়াছে, তাহা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। রোল্যাণ্ড্‌ কমিটির সুপারিশগুলি ভুল বুঝার দরুণই শুধু এরূপ সমালোচনা হইয়াছে। কমি[illegible]রিশগুলির আসল উদ্দেশ্য হইতেছে—গত ক[illegible] ধরিয়া বাঙলার শাসন-ব্যবস্থায় যে সকল জটীলতা[illegible] হইয়াছে, উহা দূর করা, শাসন-নীতির জন্য মন্ত্রিসভা[illegible] সর্ব্বতোভাবে দায়ী করা এবং এমন এক অবস্থার সৃষ্টি ক[illegible] যাহাতে গভর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্তগুলি বর্ত্তমানের ন্যায় অযথ[illegible] বিলম্ব না করিয়া শীঘ্র শীঘ্র কার্য্যে পরিণত করা সম্ভবপর হয়। আমি এই প্রতিশ্রুতি আপনাদিগকে দিতেছি যে, মন্ত্রীদের উদ্যোগী হইয়া কাজ করার যে ক্ষমতা রহিয়াছে কোনরূপেই উহার সঙ্কোচ করা হইবে না ; বরং অন্যরূপই হইবে। গভর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্তগুলি শুধু কথায় এবং লেখার মধ্যে পর্য্যবসিত হইতে না দিয়া সেইগুলিকে কার্য্যে রূপায়িত করিয়া তোলার মত একটা অবস্থার সৃষ্টি করাই আমার প্রকৃত উদ্দেশ্য।

প্রসঙ্গতঃ রোলাণ্ড্‌ কমিটি বাঙলায় দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থাবলম্বনের জন্যও কতকগুলি সুপারিশ করিয়াছেন। এ সম্পর্কে আমার দৃঢ় অভিমত পূর্ব্বেও আপনাদের কাছে ব্যক্ত করিয়াছি। ন্যায় বিচারের মহান উদ্দেশ্য ব্যাহত করা এবং অন্যায় সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্য এ প্রদেশে রাতদিন উৎকোচ আদান-প্রদানের ব্যাপার চলিতেছে। উৎকোচ দান ও গ্রহণের এই প্রথা শাসন-ব্যবস্থার মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে। এ সম্পর্কিত রোল্যাণ্ড্‌ কমিটির সুপারিশগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে আমরা এক্ষণে উহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছি।

এমন কি রোল্যাণ্ড্‌ কমিটির রিপোর্ট হস্তগত হওয়ার পূর্ব্ব হইতে বিভিন্ন রকমের দুর্নীতি দমনের জন্য গভর্ণমেণ্ট নানা নির্দ্দেশাবলী কর্ম্মচারিগণকে দিয়া রাখিয়াছিলেন। এই সকল নির্দ্দেশে যতটা কাজ হইবে বলিয়া আমি আশা করিয়াছিলাম, ততটা না হইলেও কিছুটা নিশ্চয়ই হইয়াছে। বাঙলা গভর্ণমেণ্ট দুর্নীতির বিরুদ্ধে এই অভিযান চালাইয়া যাইবেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, জন-সাধারণের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ এই ব্যাপারে গভর্ণমেণ্টকে সমর্থন এবং সাহায্য করিবেন। জনসাধারণ যদি সচেতন না হন এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সহযোগিতা না করেন, তাহা হইলে গভর্ণমেণ্টের প্রত্যেক কার্য্যে ভীষণ বিঘ্ন উপস্থিত হইবে।

ক্রমশঃ

(পর পৃষ্ঠা দেখুন ।)

মাত্র ৩৲ তিন টাকায় ১২টী রবার ষ্ট্যাম্প
ডাক মাশুল লাগে না।
প্রাপ্তিস্থান :—পণ্ডিত প্রেস, রঘুনাথগঞ্জ।

STAMPED.
ORIGINAL.
REFUSED.
FILED.
DUPLICATE.
BOOK-POST.
URGENT.
CANCELLED.
ANSWERED.
PAID.
COPIED.
REGISTERED

ঘোষ এণ্ড সন্স
প্রসিদ্ধ টাইল নির্ম্মাতা
ঘর ছাওয়াইবার রাণীগঞ্জ প্যাটার্ণের টাইল বিক্রয় জন্য প্রস্তুত আছে।
প্রোঃ শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

হাতে কাটা
বিশুদ্ধ পৈতা
মূল্য ছয় পয়সা
পণ্ডিত প্রেসে পাইবেন।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত

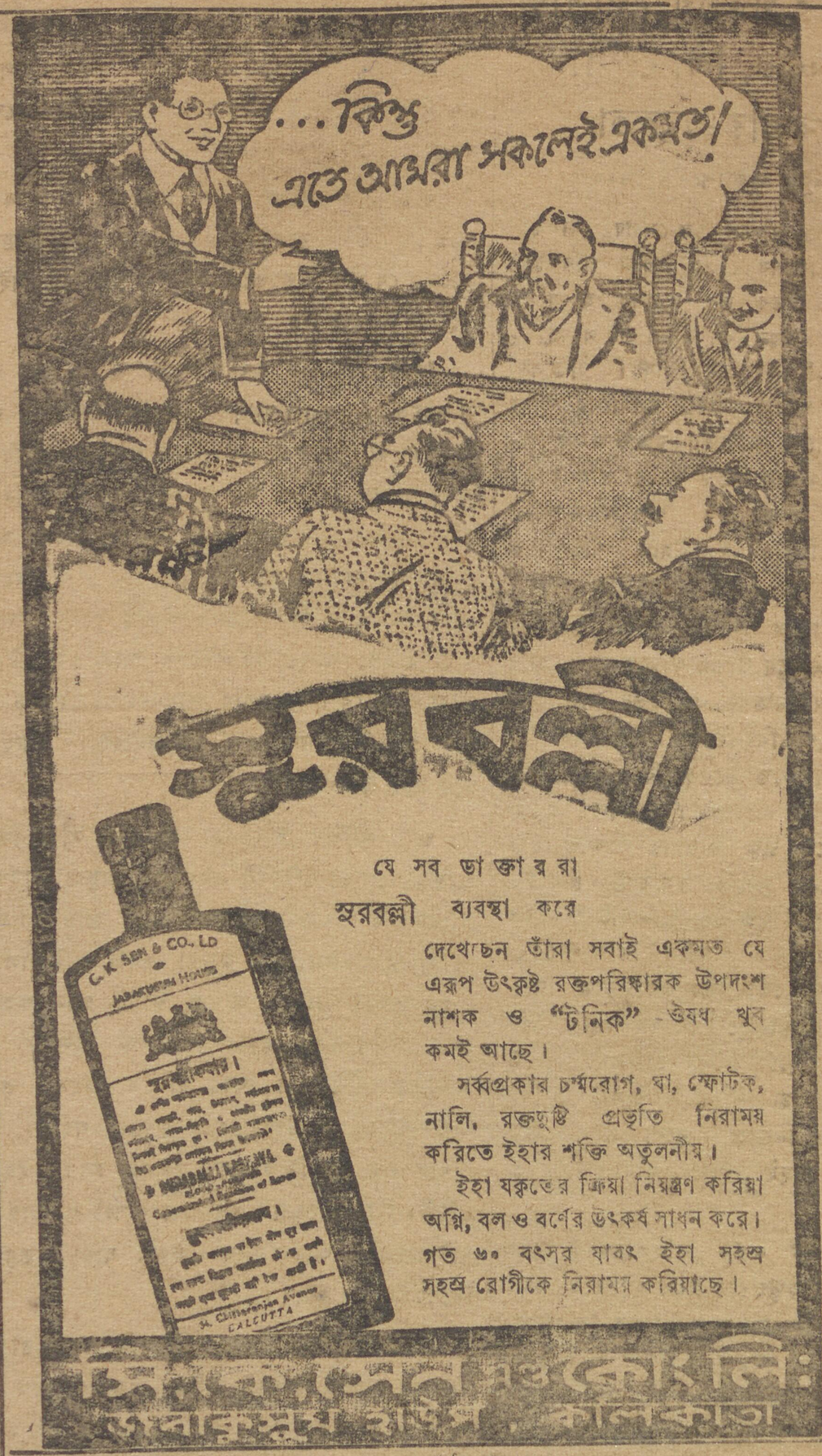

দি ওয়ার্ম ইণ্ডিকা (আমেরিকায় পরীক্ষিত)
অদ্যাবধি বহু রোগী ইহাতে আশ্চর্য্যজনক ফল পাইয়াছেন। ব্যবস্থানুযায়ী মানুষ ও গরু, মহিষ, ছাগল প্রভৃতি অন্তর কৃমি রোগ আরোগ্য হইবে। ইহাতে রক্ত-আমাশয় ও কানের পুঁজ আরোগ্য হয়
প্রাপ্তিস্থান—ডাঃ দেবেন্দ্রচন্দ্র দাস
"অটলবিহারী শাখা ঔষধালয়" রঘুনাথগঞ্জ, (মুর্শিদাবাদ